1.9 শিক্ষার পরিধি (Scope of Education)

মানব শিশু জন্মের পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক ও সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করে থাকে। তাই শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। শিশু তার সমস্ত জীবন ধরেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাই শিক্ষার পরিধি বা বিষয়বস্তুর সীমা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে আধুনিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত যে সকল বিষয় আমরা দেখতে পাই, তা নীচে আলোচনা করা হল—

(1) **শিক্ষাদর্শন ঃ** শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy) হল দর্শন এবং শিক্ষার সমন্বিত বিষয় (Educational Philosophy is the combination of Philosophy and Education)। শিক্ষাবিদদের মতে, দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক হল ফুল এবং তার সুবাস (Philosophy and

Education is related like flower and its fragrance), কোনো দেশের শিক্ষার অর্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সেই দেশের দর্শন দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল শিক্ষাদর্শন।

(2) **শিক্ষামনোবিদ্যা ঃ** মনোবিদ্যার একটি প্রয়োগমূলক শাখা হল শিক্ষামনোবিদ্যা এই বিজ্ঞান মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ, শিক্ষামনোবিদ্যা শিশুর চাহিদা, সামর্থ্য, প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। তাই রুশো বলেছেন, "A child is a book which the teacher is to learn from page to page." অর্থাৎ, একটি শিশু হল একটি পুস্তক, শিক্ষক যেমন একটি পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ে জ্ঞান অর্জন করে, তেমনি শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককেও তার সবকিছু ভালোভাবে জানতে হবে।

(3) **শিক্ষামূলক সমাজবিদ্যা ঃ** মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। শিক্ষা হল একটি গতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজ পরিবেশে শিশু শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ, শিক্ষার কাজ হল সমাজকেন্দ্রিক। সমাজের চাহিদাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা, বিদ্যালয়, পরিবেশ ইত্যাদি নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিক্ষামূলক সমাজবিদ্যা পাঠের মাধ্যমে সমাজের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা, আইন, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে শিশু শিক্ষা লাভ করে।

(4) **শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা ঃ** আধুনিক যুগ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে অনেক বেশি বাস্তবমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শিক্ষাপ্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারছে। এর ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

(5) **শিক্ষার ইতিহাস ঃ** শিক্ষার ইতিহাস (History of Education) আলোচনা শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কারণ অতীতে শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদির পর্যালোচনা করে বর্তমান শিক্ষা সংগঠিত হয়ে থাকে। এর ফলে সাম্প্রতিক বিষয়গুলি তুলে ধরে সমাজের উপযোগী বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে থাকে।

(6) **শিক্ষা প্রশাসন ঃ** শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করে থাকে শিক্ষা প্রশাসন (Educational Administration)। বিদ্যালয়গুলি পরিমাণগত ও গুণগত মানোন্নয়নের জন্য পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, সঠিক নেতৃত্বদান, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ ও তার দায়িত্ব বিদ্যালয়গুলির মূল্যায়ন, অনুদান প্রদান এবং সংস্কার ইত্যাদি কাজগুলি করে থাকে। তাই এই বিষয়টি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

(7) **নির্দেশনা ও পরামর্শদান ঃ** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে জটিল সমাজ আরও জটিলতর রূপ ধারণ করছে। ফলে শিক্ষার্থী বহিঃপরিবেশের নানান প্রলোভনে নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে না। তাই এই সকল শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Guidance and Counselling) একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই এই বিষয়টি শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

(8) **বিশেষধর্মী শিক্ষা ঃ** ব্যতিক্রমধর্মী শিশুরা সমাজের অংশ। তাদের শিক্ষাপ্রদান করা সমাজের একটি দায়িত্ব। ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের বিশেষধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষধর্মী শিক্ষার ওপরে বিশেষ জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও এই শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই এই বিষয়টি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

(9) **তুলনামূলক শিক্ষা ঃ** তুলনামূলক শিক্ষার দ্বারা একদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অন্যদেশের মানুষ সহজে জানতে পারে। এর ফলে একদেশে শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম পদ্ধতি, শিক্ষাপ্রশাসন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে নিজের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে আরও উন্নত করে তুলতে পারে।